যুগান্তর

তারিখ 4 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

আপিল বিভাগেও তোফায়েলের নিয়োগ অবৈধ

শিক্ষক নিয়োগে ঐতিহ্য হারিয়েছে ঢাবি : প্রধান বিচারপতি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ঢাবির দর্শন বিভাগের শিক্ষক খন্দকার তোফায়েল আহমেদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত চেয়ে আবেদনের ওপর শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে উদ্দেশ করে প্রধান বিচারপতি এ কথা বলেন। বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের শুনানি হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি বলেন, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্য ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগে ঐতিহ্য হারিয়েছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকে যারা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হতেন তাদেরকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু এখন আর সেটি হচ্ছে না। এটা অ্যালার্মিং। শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নো অর্ডার দেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দর্শন বিভাগে প্রভাষক পদে খন্দকার তোফায়েল আহমেদের নিয়োগকে অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া আদেশ বহাল রইল। শিক্ষক তোফায়েলের পক্ষে আদালতে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সগির আনোয়ার। তার সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার গোলাম সরওয়ার পায়েল। পরে গোলাম সরওয়ার পায়েল সাংবাদিকদের জানান, হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগেও বহাল থাকায় খন্দকার তোফায়েল আহমেদ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকতে পারবেন না।

গত ২৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দর্শন বিভাগে প্রভাষক পদে খন্দকার তোফায়েল আহমেদের নিয়োগকে অবৈধ ঘোষণা করে আদেশ দেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া ওই শূন্যপদে নিয়োগের জন্য নতুন করে কমিটি গঠন করে নিয়োগ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন আদালত।

গত ৩০ জানুয়ারি তোফায়েল আহমেদের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষক পদে আরেক আবেদনকারী এইচএম মিরাজ সৌরভ। রিটে বলা হয়, গত বছরের ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে দু'জন প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে যোগ্যতা চাওয়া হয় সিজিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ৪.২৫। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর দু'জনকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেয় দর্শন বিভাগ। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত দু'জনের মধ্যে খন্দকার তোফায়েল আহমেদের সিজিপিএ-৩.১৯। ফলে তিনি এ পদে আবেদন করারই যোগ্য না।